প্রেসিডেন্টের উদ্যোগবিষয়ক শীর্ষ বৈঠক : একটি নতুন সূচনা

প্রেসিডেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ক শীর্ষ বৈঠক তুলে ধরবে সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাগুলিকে যা উদ্যোক্তারা পালন করতে পারেন দেশে এবং বিদেশে সুযোগের বিস্তার ঘটাতে, সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সারা বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পৃক্ততাকে গভীরতর করতে। এটি পঞ্চাশেরও বেশি দেশ থেকে আসা প্রায় ২৫০ জন সফল উদ্যোক্তাকে একত্রিত করবে; চিহ্নিত করবে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উদ্যোগগুলিকে এগিয়ে নেয়ার পথ ; উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে যারা ঝুঁকি নিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে; এবং এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি ও মুসলমান সম্প্রদায়সহ সারা পৃথিবীর উদ্যোক্তাদের সাথে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অন্যান্য সরকার এবং বহুপাক্ষিক সংগঠনগুলির সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা ছাড়াও, উদ্যোগ নেয়ার কাজটি এগিয়ে নিতে প্রয়োজন হবে নূতন সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের। ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ক এই শীর্ষ বৈঠকে, মার্কিন সরকার বেশ কয়েকটি বাছাই করা কার্যক্রমের এবং অংশীদারিত্বের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরতে পেরে আনন্দিত যা কি-না পারস্পরিক বোঝা-পড়া এবং পারস্পরিক সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটাবে। এইসব কার্যক্রম এবং অংশীদারিত্বের বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাবে এগুলির সহায়তাকারী প্রধান দফতর ও সংস্থাগুলিঃ

বিনিময় কার্যক্রমগুলি

নব-সুচনার জন্য উদ্যোগ

নব-সুচনার জন্য উদ্যোগ হচ্ছে উঠতি ব্যবসা এবং সামাজিক ক্ষেত্রের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নতুন দ্বি-মুখী পেশাজীবি বিনিময় কার্যক্রম। এই দফতর গড়ে তুলছে সেই সম্পর্কগুলি যাতে অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে শিক্ষামুলক সেমিনারে, বিজ্ঞ পরামর্শক পেতে, এবং মার্কিন উদ্যোক্তাদের সাথে ব্যবসা স্থলে বসেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে। এই কার্যক্রম অংশগ্রহণকারীদেরকে বহির্গামী মার্কিন উদ্যোক্তাদের সাথে সংযুক্ত করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত কৌশলগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখবে যা তরুন ব্যবসায়ী ব্যবস্থাপকদের শেখার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় যাতে

করে উদ্যোগ গ্রহনের চেতনা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগ বৃদ্ধি করা যায় এবং সামাজিক উদ্যোগগুলির পশ্চাদ্ধাবন করার মাধ্যমে সমাজগুলিকে শক্তিশালী করা যায়। এই কার্যক্রম ১০০ জন উদ্যোক্তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসবে আগামী ৪ বছরে এবং বেসরকারী খাতের অংশীদারদের সাথে কাজ করবে যাতে ১০০ জন মার্কিন উদ্যোক্তাকে আগামী চার বছরে বিদেশে পাঠানো যায়।পররাষ্ট্র দফতর থেকে আরো তথ্য জানা যেতে পারে।

<u>বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষা বিনিময়</u>

কায়রো'তে তাঁর ভাষণ দানকালে, প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে, "শিক্ষা এবং উদ্ভাবনা হবে একুশ শতকের প্রচলন" । এই নূতন বিজ্ঞান ও প্রাযৌক্তিক বিনিময় কার্যক্রম প্রাথমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কার্যকর পদ্ধতি পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও সম্প্রদায় থেকে ২৫জন বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষককে নিয়ে আসবে।এই কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখবে কিভাবে সহজ উপায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে লালন ও সহায়তা করা যায়, কী ভাবে শিশুদের জন্যে বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরা যায়, এবং কিভাবে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যাতে শিশুরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে। তা ছাড়াও, অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার উপর জোর দেয় যে সব পাঠক্রম বহির্ভুত বিজ্ঞান শিবির ও বিজ্ঞান মেলাভুক্ত শিক্ষামুলক কার্যক্রম সেগুলি অংশগ্রহণকারীরা পর্যবেক্ষণ করবেন ।

<u>নারীদের জন্য পেশাজীবি প্রযুক্তিগত বিনিময়</u>

টেকউইমেন বা প্রযুক্তিনারী হচ্ছে যোগ্য দেশগুলিতে যারা কাজ করছেন প্রযুক্তির অঙ্গনে সেই সব নারীর জন্যে একটি নূতন পেশাজীবি বিজ্ঞ পরামর্শক কার্যক্রম। বাছাই করা অংশগ্রহণকারীরা ২০১১ সালের বসন্তকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি'র মত প্রযুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য পর্যায়ের নারী কর্মচারীদের সাথে কাজ করবার জন্য আসবেন।তাদের এই বিজ্ঞ পরামর্শক জ্ঞান লাভের সমাপ্তিতে, বাছাই করা মার্কিন সহপক্ষরা অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব এলাকাগুলিতে যাবেন এবং বিস্তৃতর পরিসরের নারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্ক কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেবেন।

<u>তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যক্রম</u>

চালু করা হয়২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে, তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যক্রমটি হচ্ছে একটি পেশাজীবি বিনিময় কার্যক্রম যা তুলে ধরে উদ্যোক্তা'র চিন্তা, কর্ম সৃষ্টি, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, এবং ব্যবস্থাপণা দক্ষতাকে তরুণ পেশাজীবিদের সহায়তা করার জন্য। ত উ কা'র অংশ হিসেবে, পররাষ্ট্র দফত র কর্ম সংস্থানে সহকর্মীদের শিক্ষাদান নামে শুরু করবে একটি নূতন উদ্যোগের। ২০০৯ সালে শুরু করা, এই উদ্যোগ যোগ্য দেশগুলি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসবে কমপক্ষে তিরিশজন সহকর্মীকে শিক্ষানবিশী করার জন্য যা তাদের পেশাগত উন্নয়নে সাহায্য করবে।

<u>উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরাসরি সহায়তা</u>

<u>উদ্যোগী কার্যক্রমের সহায়তায় ইউ এস এইড'র অঙ্গীকার</u>

ইউ এস এইড, ব্যবসার অনুকুল পরিবেশ শক্তিশালি করতে , শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে, বাজারের সুবিধা সহজতর করতে, পূঁজিতে প্রবেশাধিকার দিতে এবং সম্পৃক্ততা ও ব্যবসায়িক সহায়তা গড়ে তুলতে অংশীদারদের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে উদ্যোক্তা-পরিবেশের সকল পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করবে। ।ইউ এস এইড'র পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে রয়েছে :

- ১৫টি অংশীদার দেশের ব্যবসানুকুল পরিবেশ সংস্কার সক্ষমতা সৃষ্টিতে সহায়তাদান।
- পাঁচটি দেশে (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, এবং মিশর) জরিপ শুরু করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রণোদিত করার লক্ষে অনুকুল পরিবেশের উত্তরণ ঘটাতে স্থানীয় বেসরকারী অংশীদারদের সাথে কাজ করবার জন্য সহায়ক প্রাপ্ত ফলাফলকে কাজে লাগানো ।
- নারী, যুবা, এবং অন্যান্য স্বল্প-সুযোগপ্রাপ্ত লোকজনদের লক্ষ্য ক'রে সরবরাহ করা হবে মুক্ত ওয়েব ও গণ-মাধ্যম ভিত্তিক উদ্যোক্তা শিক্ষা যা একটি ব্যবসার সূচনা ও বিস্তার থেকে ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার করা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।
- স্থানীয় শিক্ষামুলক কার্যক্রমগুলিকে সহায়তা দান যাতে ক'রে ব্যবসার মালিক ও কর্মচারীদের শেখার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা যায়।
- বেসরকারী আর্থিক সুত্রগুলিতে উদ্যোক্তাদের প্রবেশাধিকারকে সহজতর করা (যেমন, ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ঝুঁকি অর্থ তহবিল, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ) ।

- ব্যবসা উদ্ভাবন কেন্দ্র গঠন ও সম্প্রসারণ ।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বাড়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অংশীদারিত্ব এবং স্বেচ্ছাসেবী সহায়ক উদ্যোক্তা গড়ে তোলা, তদনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশের উদ্যোক্তদের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্কটি নির্মাণ করা।

বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত এবং নূতন প্রবর্তনের তহবিল

গত জুনে মাসে রাষ্ট্রপতি ওবামার কায়রোতে দেয়া ভাষণের প্রেক্ষাপটে , বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ সংস্থা / দি ওভারসিজ প্রাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন(OPIC) ,২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের তহবিলের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত এবং উদ্ভাবনের আহ্বান জানায়।এই তহবিলটি টেলিযোগাযোগ, প্রচার মাধ্যম , এবং প্রযুক্তিগত খাতে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রীক কোম্পানিগুলোর যাত্রা শুরু করানোর জন্য বিনিয়োগ করবে। কিছু কিছু তহবিল " প্রযুক্তি বদলীর" কৌশলটি কাজে লাগাবে, যাতে আমদানির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, এবং অবকাঠামোগত খাতগুলোর বর্তমান প্রযুক্তিতে নূতন পরিবর্তন আনা যায়। এছাড়া, এই তহবিল টার্গেট দেশগুলোকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ সংস্থা/ওভারসিজ প্রাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশনটির(OPIC) কার্যকর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে এবং OPIC দ্বারা অন্যান্য বেসরকারি খাতের মূলধনকে কাজে লাগিয়ে, এই তহবিলটি মুসলমান প্রধান দেশগুলোর জন্য ২ বিলিয়ন বা ২ হাজার মিলিয়ন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের তহবিল দিতে পারে। সবগুলো বিনিয়োগ OPIC'র পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পর্যালোচনা এবং অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

সিলিকন ভ্যালির সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন বৃদ্ধি করা

সিলিকন ভ্যালি ভিত্তিক দুটি লালন ক্ষেত্রের মধ্যে প্রথমটি এবং মধ্যপ্রাচ্যে, তুরস্কে, এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ঝুঁকিপূর্ন মূলধনের তহবিল চালু _করার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্র নালয় সিলিকন ভ্যালির অংশীদারদের সাথে সহযেগিতা করবে। এবং এই উভয় প্রচেষ্টাই জর্ডান , মিশর, লেবানন, তুরস্ক এবং মালায়েশিয়ার ৫ টি স্থানের , জন্য ঝুঁকিপূর্ন মূলধন , সিলিকন ভ্যালির পরামর্শদাতা, প্রযুক্তি এবং নূতন আত্মপ্রকাশ করা উদ্যোক্তা জোগাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রযুক্তিগত এবং অর্থিনৈতিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে সাহায্য করা , এবং মূলধন ও অন্যান্য সেবা ছাড়াও ,

এই দুটি প্রচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রে এবং যে দেশগুলো তে এটা কাজ করে সেখানকার ব্যবসা এবং শিক্ষামূলক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বন্ধন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

<u>ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য আর্থিক সাহায্যে পাওয়ার সুবিধা(SME)</u>

OPIC মধ্যপ্রাচ্যে এবং উত্তর আফ্রিকাতে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয় এরকম ৮০ মিলিয়ন ডলারের একটি SME আর্থিক কোম্পানিকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

<u>একটি নতুন যাত্রার অংশীদারবৃন্দ</u>

এই নতুন যাত্রার অংশীদাররা হবেন বিভিন্ন খাত থেকে আসা বিশিষ্ট আমেরিকানদের একটি দল – তারা আসবেন বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, ও চিত্তবিনোদনের প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে – যারা এই নূতন যাত্রাটিকে এগিয়ে নেয়ার পথে রাষ্ট্রপতি ওবামার দৃষ্টির একটি বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাইরে থেকে, তাদের সম্পদ ও ক্ষমতা ব্যবহার করতে দেবেন। নতুন যাত্রার অংশীদাররা হবেন স্বতন্ত্র, স্ব- প্রণোদিত, ও স্বব্যবস্থাপনার একটি দল, যারা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সাথে একান্ত সমন্বয়ে কাজ করবেন।

<u>ওমান, বাহারাইন, তিউনিশিয়ার সঙ্গে ব্যবসার জন্য প্রশাসনিক অংশীদারিত্ব</u>

SBA এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার নারী উদ্যোক্তাদেরকে সাহায্য করার জন্য বেশ কয়েকটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনটি অংশীদার দেশের সাথে সমঝোতার স্মারক স্বাক্ষর করে ওমান , বাহ্‌রাইন এবং তিউনিশিয়া। সমঝোতার স্মারকগুলো (MOU) নূতন উদ্যেক্তাদেরকে গড়ে তোলায় এবং কারিগরি সহযোগিতা দেয়ার জন্য সহযোগিতা করবে , এবং SBA’কে তাদের বিশেষজ্ঞ বিনিময়, নতুন সরকারি সংগ্রহের নীতিমালা, নতুন উদ্যেক্তাদেরকে গড়ে তোলার কার্যক্রম ও ব্যবসা কেন্দ্র , এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী ন তুন নারী উদ্যোক্তাদেরকে সরাসরি কাজের দ্বারা তাদের ব্যবসাকে শক্তিশালী করাবে , এবং ঋণের নিশ্চয়তার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন উদ্যেক্তাদের এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোর উন্নয়ন সাধন করবে।

<u>বিশ্বব্যাপী নতুন ব্যবসায়িক-উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম</u>

বিশ্বব্যাপী নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম টি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের একটি নতুন প্রচেষ্টা, এই কার্যক্রমটি, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বেসরকারি খাতের বর্তমান সম্পদগুলো, অংশীদারিত্বকে এবং কর্মসূচিটিকে কাজে লাগানোর জন্য সমন্বয় সাধন করবে, একত্রিত করাবে , এবং এই কার্যক্রমটি ছয়টি পদ্ধতিতে সহযোগিতাকারী উদ্যোক্তাদেরকে সহযোগিতা করবে : চিহ্নিত করা, প্রশিক্ষণ, সংযোগ, অর্থায়নের জন্য নির্দেশনা, টিকে থাকা এবং উদ্‌যাপন করা। প্রস্তাবিত কার্যক্রমটিতে সাতটি মুসলমান প্রধান দেশসহ বিশ্বের ১২'টি দেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় তাদের প্রথম পাইলট কার্যক্রমটি মিশরে চালু করেছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের দ্বিতীয় কার্যক্রমটি ইন্দোনেশিয়াতে চালু করবে। বিশ্বব্যাপী নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমটি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নেতৃত্বে , বাণিজ্য মন্ত্রানালয় , অবকাঠামোগত উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা/USAID, OPIC এবং মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন মিলে একটি কার্যকর এবং ক্ষমতা সম্পন্ন দল হিসাবে কাজ করবে।

নতুন উদ্যোক্তার টিকে থাকার জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধরাখা

এই শীর্ষ বৈঠকটি সমগ্র বিশ্বের নতুন ব্যবসার উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে আলোচনাটির অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। শীর্ষ বৈঠকটি শেষ হবার পর পরই , ওয়াশিংটন ডিসি'তে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত , কিন্তু পৃথকভাবে তিরিশটিরও বেশী অনুষ্ঠান করা হবে। ন তুন ব্যবসার উদ্যোক্তাদের এই শীর্ষ বৈঠকের উদ্দেশ্যটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন অংশীদার আগা মি মাসগুলোতে এর পরবর্তি সম্মেলন গুলির আয়োজক হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই সম্মেলনে নূতন ব্যবসার উদ্যোগের ব্যাপারে স্থানীয়দের পরস্পরের মধ্যে আলোচিত গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলো অথবা উপাদানগুলোর উপর আলোকপাত করা হবে , এবং এগুলো অনুষ্ঠিত হবে ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে আবু-ধাবিতে, ইরাক থেকে আলজেরিয়া , এবং অন্যান্যদের মধ্যে ফ্রান্স থেকে বাহ্ রাইনে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে এই সম্মেলনের ব্যাপারে আরও তথ্য জানা যাবে।